গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর
১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ (৮ম তলা)
ঢাকা-১০০০

ফোন : [illegible]
ফ্যাক্স : ৭১৬৮৩৬৩
ই.মেইল : dosdgdbd@bttd.net.bd
ওয়েব সাইটঃ www.dos.gov.bd

নং সাঃ ...-৩৮/সার্ভে.রেজি(বিবিধ)/ ৫৪১৬ তাংঃ ১৯-১০-২০১১

সভার বিষয়	ঃ	অভ্যন্তরীন নৌযানের রাত্রীকালীন সার্ভে সার্টিফিকেট অনুমোদন বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রসঙ্গে।
সভার তারিখ ও সময়	ঃ	২৪-০৭-২০১১
সভার স্থান	ঃ	সম্মেলন কক্ষ, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর,১৪১-১৪৩,মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
সভাপতি	ঃ	মহাপরিচালক,সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
উপস্থিতি	ঃ	সংযুক্তি দ্রষ্টব্য।

সভায় আগত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। যে কোন সমস্যা Stack holder দের সাথে আলোচনা করে সমাধান করার জন্য গুরুত্ব আরোপ করে এবং সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

জনাব এ.কে.এম ফখরুল ইসলাম, প্রধান প্রকৌশলী ও জাহাজ জরিপকারক বলেন যে, সাম্প্রতিক কালে এমভি বিপাশা লঞ্চ দুর্ঘটর পর নারায়নগঞ্জ অঞ্চলে বিশেষ করে ভৈরব বন্দর থেকে সুনামগঞ্জ পর্যন্ত রাত্রিকালে চলাচলকারী অনেক লঞ্চের সার্ভে সনদে রাতে চলাচলের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয় নাই। যেহেতু ভৈরব-সাচনা-সুনামগঞ্জ রুটে Night Navigational Aid নাই। উল্লেখিত রুটে BIWTA কর্তৃক Night Navigational Aid নিশ্চিত হওয়ার পর লঞ্চগুলোতে রাত্রিকালীন চলাচলের জন্য অনুমোদন দেয়ার জন্য মত প্রকাশ করেন।

জনাব এ,এম রেজওয়ানুল ইসলাম, উপ-পরিচালক, BIWTA বলেন,বর্তমানে ২০টি রুটে Night Navigational Aid নিশ্চিত করা হয়েছে। এমভি বিপাশা দূর্ঘটনা পরবর্তীতে Night Navigational Aid না থাকায় ভৈরব-সুনামগঞ্জ নৌরুটে রাত্রিকালিন সময়সূচী বন্ধ করা হয়। গত জুন মাসে লঞ্চ মালিক ও BIWTA মধ্যে ফলপ্রশ্রু আলোচনার মাধ্যমে পুনরায় সাময়িক ভাবে সময়সূচী জারীর সিদ্ধান্ত হয়। বর্তমানে সময়কাল পর্যন্ত উল্লেখিত নৌরুটে Night Navigational Aid নিশ্চিত করা হয় নাই।

সভাপতি, ভৈরব-সুনামগঞ্জ অঞ্চলের যাত্রীদের অসুবিধাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে Night Navigational Aid নিশ্চিত করার জন্য স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নেওয়ার জন্য BIWTA কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেওয়ার কথা বলেন। মালিকদেরকেও নৌ দূর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে সজাগ দৃষ্টি রাখারও আহবান জানান।

জনাব মোঃ সাহাব উদ্দিন মিলন, ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ চলাচল (যাপ) সংস্থা এমভি বিপাশা লঞ্চ দূর্ঘটনার প্রেক্ষিতে একটি সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে আগামী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে ভৈরব-

সুনামগঞ্জ নৌরুটে প্রয়োজনীয় বয়া, বিকন বাতি লাগানো হবে। বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে সভায় জানতে চান।

জনাব এসএম রেজওয়ানুল ইসলাম, উপপরিচালক BIWTA বলেন, উল্লেখিত নৌরুটে দিনের বেলায় চলাচলের জন্য কিছু মার্কা লাগানো হয়েছে।

জনাব মোঃ এমদাদুল হক, পরিচালক (নৌ সওপ) BIWTA বলেন, স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনায় ইতিমধ্যে ৩০০টি PC Pole লাগানো হয়েছে। বিপুল অংকের বাজেট প্রনয়ন করে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার কাজ চলছে। যা আগামী জুন মাসের মধ্যে শেষ করা যাবে মর্মে আশা প্রকাশ করেন। বর্তমানে পানি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বয়া, মার্কা লাগানোর কাজ আপাততঃ বন্ধ রয়েছে।

জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান হেলিম, ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ চলাচল (যাপ)সংস্থা, সিলেট জোন বলেন, ভৈরব-সুনামগঞ্জ নৌ রুটে লঞ্চ মালিকরা নিজেদের টাকায় কিছু কিছু এলাকায় মার্কা লাগিয়েছেন।

জনাব আলহাজ্ব মোঃ বদিউজ্জামান বাদল, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ চলাচল (যাপ)সংস্থা বলেন, মাস্টার/ড্রাইভার এর স্বল্পতার কারনে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় চলাচলরত ছোট ছোট লঞ্চগুলিতে সনদধারী মাস্টার/ড্রাইভার রাখা সম্ভব হচ্ছে না এবং অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া গেলেও লঞ্চে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা না থাকায় মাস্টার থাকতে চায় না। এক্ষেত্রে ছোট লঞ্চগুলোর সুকানী ও গ্রীজারদের ডিসপেনসেশন সনদ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়া তিনি বলেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন নারায়নগঞ্জ অঞ্চলের লঞ্চগুলি বিভিন্ন ঘাট হতে ছেড়ে আসা ও যাওয়ার সময় যার যার গন্তব্য স্থানে পৌছাতে রাত ৯.০০ পর্যন্ত সময় লেগে যায়। যাত্রী সাধারণের সেবা ও নিরাপদে চলাচলের স্বার্থে নারায়নগঞ্জ নদী বন্দর হতে বিভিন্ন নৌপথে চলাচলকারী লঞ্চগুলিকে রাত ৯.০০টা পর্যন্ত চলাচলের অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আরো বলেন, ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি আরো সহজীকরন করা হলো সাধারন মালিকরা নৌযান রেজিষ্ট্রেশনে আরো আগ্রহী হবেন।

সভাপতি বলেন, বিধি অনুযায়ী ০৩ মাসের বেশী (সর্বোচ্চ দুইবার) ডিসপেনসেশন সনদ দেওয়ার সুযোগ নাই। তবে তিনি দক্ষ সুকানীদের মাস্টারশীপ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার লক্ষ্যে উপযোগী করার জন্য মালিকদের সহায়তায় বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিবে। তিনি আরো বলেন, GA Plan এর সাথে জাহাজের কোন অমিল থাকলে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের একটি কমিটি তা যাচাই করে সংশোধন করবে। নদী কেন্দ্রীক সমস্যাগুলো মোকাবিলা করার জন্য সরকারের নিকট একটি প্রস্তাব পাঠানো হবে।

৫. সিদ্ধান্ত ঃ

১.১ ভৈরব-সুনামগঞ্জ নৌ রুটে Night Navigational Aid নিশ্চিত করার জন্য BIWTA কে পত্র দিতে হবে।

১.২ দক্ষ সুকানী,গ্রীজারদের যথাক্রমে মাস্টার,ড্রাইভারশীপ পরীক্ষায় অংশ গ্রহনের উপযোগী করার জন্য নৌযান মালিকদের সহায়তায় অঞ্চল ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহন।

১.৩ GA প্ল্যান এর সাথে নৌযানের কোন অমিল পরিলক্ষিত হলে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের নকশা অনুমোদন কমিটি কর্তৃক নতুন করে জাহাজ অনুযায়ী GA প্ল্যান, Midship এবং Engine room এর নকশা করে অনুমোদন নিতে হবে।

১.৪ নৌযান মালিক সমিতির সহায়তায় অঞ্চল ভিত্তিক নদী কেন্দ্রীক সমস্যাগুলো চিহ্নিত পূর্বক সমাধানের লক্ষ্যে একটি প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করতে হবে।

১.৫ ১৬ বিএইচপি'র নিম্নে নৌযানে ৩য় শ্রেণীর মাষ্টার,ড্রাইভারের পরিবর্তে যথাক্রমে সুকানী ও গ্রীজারকে ৩ (তিন)মাস করে ডিসপেনশেসন সনদ দেয়া হবে, এই ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে তারা ক্লাস-৩ পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করবেন।

১.৬ সুকানী ও গ্রীজার মালিকদের কাছ থেকে তাদের কাজের অভিজ্ঞতার প্রত্যয়ন পত্র থাকলে ও Night Navigation ব্যবস্থা থাকলে ১৬ অশ্বশক্তির নিম্নের নৌযানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সার্ভেয়ার পরীক্ষা গ্রহন পূর্বক উপযুক্ত মনে করলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ছোট ছোট যাত্রীবাহী নৌযানগুলিকে সন্ধ্যাকালীন সময় অর্থাৎ রাত ৯টা পর্যন্ত চলাচলের ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

১.৭ নৌযান মালিক সমিতির সহায়তায় সকল নৌযানকে রেজিষ্ট্রেশনের আওতাভূক্ত করতে হবে।

অতঃপর,সভাপতি সভায় আগত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(কমডোর জোবায়ের আহমদ,এনডিসি,বিএন)
মহাপরিচালক

বিতরন ঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)

১। চেয়ারম্যান,বিআইডব্লিউটিএ,১৪১-১৪৩,মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২। ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার,ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ারের কার্যালয়, ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/বরিশাল/খুলনা/চট্রগ্রাম।
৩। চীফ ইন্সপেক্টর, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ চলাচল(যাপ)সংস্থা, ১৪,পুরানা পল্টন, দারুস সালাম আর্কেড,(৫মতলা) ঢাকা।
৫। সভাপতি, লঞ্চ মালিক সমিতি বাংলাদেশ, বিআইডব্লিউটিএ, টার্মিনাল ভবন, সদরঘাট, (নীচতলা) ঢাকা।
৬। সভাপতি, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ চলাচল(যাপ)সংস্থা,নারায়নগঞ্জ জোন,বিআইডব্লিউটিএ ভবন,(নীচতলা),নারায়নগঞ্জ।
৭। সভাপতি, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ চলাচল(যাপ)সংস্থা, সিলেট জোন, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।
৮। পি,এ,টু মহাপরিচালক,সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৯। পি,এ,টু সিইএসএস,সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।